যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 FEB 2008 ... পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

ইনডিয়ায় রয়েছে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

প্রতি বছর বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। সরকারি ইউনিভার্সিটি/কলেজের স্বল্পতা এবং এগুলোতে কম আসন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হয়, তারা আবার মুখোমুখি হয় ভয়াবহ সেশনজটের। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই পড়তে যায় কানাডা, বৃটেনসহ অন্যান্য ইওরোপিয়ান দেশ, জাপান, মালয়শিয়া ও ইনডিয়ায়। তবে উচ্চ মাধ্যমিকের পরে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ইনডিয়ায় পড়তে আগ্রহী, কারণ ইনডিয়ায় শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান রয়েছে এবং এ দেশে কোনো সেশনজন নেই, আবার তুলনামূলকভাবে খরচও অত্যন্ত কম।

ভর্তি সেশন : ইনডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোতে বছরে একটি সেশনে ভর্তি করা হয়ে থাকে। এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে মে থেকে জুন সেশনে। বছরে দুটি সেমিস্টার। ছয় মাসে একটি সেমিস্টার। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের অন্ততপক্ষে দুই-তিন মাস আগ থেকে যোগাযোগ করতে হয়।

পড়াশোনা পদ্ধতি : দুটি উপায়ে ইনডিয়ায় পড়তে যাওয়া যায় ১. বৃত্তি এবং ২. নিজ খরচে।

১. বৃত্তির জন্য ইনডিয়ান এমবাসিতে যোগাযোগ করতে হবে। অথবা

২. কোনো অথরাইজড কনসালটান্সি ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ইনডিয়ায় কেন পড়বেন : ইনডিয়ায় পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে বেশকিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। কোনো শিক্ষার্থী কোনো ধরনের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই যে কোনো বিষয়ে সরাসরি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া এখানে রয়েছে আরো কিছু অতিরিক্ত সুবিধা যেমন-

- ইনডিয়ার পাবলিক ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট অর্জন।
- নির্দিষ্ট আসনে আগে এলে আগে পাবে ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ
- IELTS-এর প্রয়োজন নেই।
- ইনডিয়া থেকে অন্যান্য উন্নত দেশের ভিসা পাওয়া সহজ।
- ব্যাংক স্টেটমেন্টের প্রয়োজন হয় না।
- ভর্তির অধিক নিশ্চয়তা।

যেসব বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে

ইনডিয়ায় প্রায় সব বিষয়েই পড়ার সুযোগ রয়েছে।

সায়েন্স গ্রুপের শিক্ষার্থীদের পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ৫০% নাম্বার থাকলে তারা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যারোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিকাল, মেকানিকাল, কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন টেকনলজি, কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল টেকনলজি, প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড টেকনলজি, বায়ো টেকনলজি, ইন্সট্রুমেনটেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপ্লাইড ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেনটেশন, ফার্মেসি, এয়ারক্রাফট মেইনটেনান্স ইঞ্জি, পাইলট ট্রেইনিং, (এমবিবিএস, বিডিএস পড়তে হলে অবশ্যই জীববিদ্যায় ৫০% থাকতে হবে), এয়ার হস্টেস, ক্যাবিন ক্রু। বাংলাদেশ টেক্সটাইলে মাস্টার্স নেই, কিন্তু ইনডিয়ায় টেক্সটাইলে মাস্টার্স করার সুযোগ রয়েছে। টেক্সটাইলের ওপর এমবিএ ও বিভিন্ন ধরনের কোর্সও আছে। সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার। ইনডিয়ায় কোনো সেশনজট নেই বা কোনো ছাত্র রাজনীতি নেই। ফলে সঠিক সময়ে ডিগ্রি অর্জন করা যায় এবং শিক্ষার্থীরা কোর্স শেষ করে উপার্জন করতে সক্ষম হয়।

ইনডিয়ায় বিশেষ করে নটিকাল সায়েন্সে (মেরিন) তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্সে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম খরচে পড়া সম্ভব। কিন্তু এসব কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে কোর্সের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খোজ-খবর নিতে হবে যেমন : সি-ট্রেইনিং করানো হয় কি না, যদি সি-ট্রেইনিং করানো হয় সেটা মার্চেন্টাইস কি না। মার্চেন্টাইস হলে সে সি-ট্রেইনিংয়ের মূল্যায়ন সব ক্ষেত্রে সমাদৃত। ইনডিয়ায় মেরিনে পড়লে সি-ট্রেইনিংয়ের সময়ই পড়াশোনার খরচ উঠে আসে। চাকরিরও নিশ্চয়তা রয়েছে অনেক। অর্থাৎ ক্যাম্পাস থেকেই চাকরির জন্য সহযোগিতা করা হয়।

বিভিন্ন গ্রুপ থেকে যেসব বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে-

বিজ্ঞান : কমপিউটার সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিওথিরাপি ফার্মেসি, কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশন, পাইলট ট্রেইনিং।

বাণিজ্য : বিবিএ, একাউন্টিং, মার্কেটিং, ফিনান্স, ম্যানেজমেন্ট, হোটেল ম্যানেজমেন্টসহ অনেক পছন্দনীয় বিষয়।

কলা : ফ্যাশন ডিজাইন, জার্নালিজম, ইনশিওরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সাপ্লাই ক্লিন ম্যানেজমেন্ট, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, হসপিটালিটি ম্যানেজেমেন্ট, মিডিয়া সায়েন্স, এলএলবি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট।

এয়ার হস্টেস, ক্যাবিন ক্রু এবং গ্রাউন্ড ট্রেইনিং

ওপরের দুটি কোর্সে ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যায়। যারা লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন তারাও এর যে কোনো কোর্স করে জীবনে গতি আনতে পারেন। আপনার জীবন হয়ে উঠতে পারে পরিপূর্ণ। এসব কোর্স করে আপনি একটি আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী পেশা বেছে নিতে পারেন। তাছাড়া মোটা মাইনের সঙ্গে দেশ-বিদেশে চক্কর দেয়ার লোভনীয় সুযোগ তো রয়েছেই।

বছর মেয়াদি এ কোর্স শেষ হওয়ার পর ইন্সটিটিউটের মাধ্যমেই ছয় মাসেই ইন্টার্নি ব্যবস্থা রয়েছে। ইন্টার্নির সময় ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে বাংলাদেশি টাকায় ১৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা আয় করা যায়।

এ কোর্সটির ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন সেন্টার (ISAC)-এর কর্ণধার মোঃ রায়হান ভূইয়া অনেক দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছিলেন। এভিয়েশনের এ পেশায় প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে বিশ্ব জুড়ে।

কোথায় যোগাযোগ করবেন

- ইনডিয়ান এমবাসি, গুলশান, ঢাকা।

অথবা

- ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন সেন্টার (ISAC)
৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
কারওয়ান বাজার,
ঢাকা-১২১৫ (ওয়াসা ভবনের বিপরীতে)
ফোন : 8023874, 9112214